167

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ডিগ্রী বাংলা পরীক্ষার দিনে বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামা

গত বুধবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় (বাংলা) অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৮৪৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এই দিন নকল সরবরাহ লইয়া বিভিন্ন স্থানে হাঙ্গামা হয়। আমাদের সংবাদদাতারা জানান :

নরসিংদী : জেলার ৫টি ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে এই দিন ১১ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

নেত্রকোনা : জেলার ৭টি কেন্দ্র হইতে ১৪৯ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে।

জামালপুর জেলার ৫টি কেন্দ্র

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী বাংলা পরীক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

হইতে ৭৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। আশেক মাহমুদ সরকারী কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা নকল করিতে ব্যর্থ হইয়া পরীক্ষা শেষে হলের দরজা জানালা ভাংচুর করে।

দিনাজপুর জেলার ১৬টি কেন্দ্র হইতে ৩৮৭ জনকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। একজন নকল সরবরাহকারী গ্রেফতার হইয়াছে।

নীলফামারী সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ১৭ জন এবং জলঢাকা কলেজ কেন্দ্র হইতে ৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়। সরকারী কলেজ কেন্দ্র হইতে বহিষ্কার করার প্রতিবাদে পরীক্ষা শেষে কতিপয় উচ্ছৃংখল যুবক কলেজের কয়েকটি কক্ষের এবং অধ্যক্ষের অফিস কক্ষের দরজা-জানালা ভাঙ্গচুর করে। যুবকরা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অপর একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেড় ঘন্টা অধ্যক্ষের কক্ষে আটকাইয়া রাখে। পরে থানা হইতে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছিয়া তাহাদের উদ্ধার করে।

দৌলতখান (ভোলা)॥ আবু আবদুল্লা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা শেষে একদল উচ্ছৃংখল ছাত্র ও বহিরাগতদের হামলায় পরিদর্শক টিমের সদস্য একজন প্রভাষক ও ৩ জন পুলিশ আহত হয়। অধ্যক্ষের কক্ষের জানালা-দরজা ভাংচুর হয়। ইট-পাটকেল নিক্ষেপে বোরহানউদ্দিন কলেজের প্রভাষকনওশের আলীর মাথায় ইটের আঘাতে গুরুতর জখম হয়। দ্রুত তাহাকে দৌলতখান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অধ্যক্ষ বাদী হইয়া দৌলত খান থানায় মামলা দায়ের করিয়াছেন।

টাঙ্গাইলের সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে ২৯ জন সহ জেলার ১৪টি কেন্দ্রে মোট ১২৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

বগুড়ার ৯টি কেন্দ্র হইতে ৫৭ জন পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হইয়াছে।